

ଏକ୍ସ, ବାହିଆତ ଓ ଆନ୍ତୁଗତ୍ଯ



ভূমিকা

কোনো সন্দেহ নেই যে, দ্বীনি হোক বা দুনিয়াবি—সকল ক্ষেত্রেই ঐক্যবদ্ধতার গুরুত্ব অপরিসীম। একতা ছাড়া কোনো বড় কাজই সফলতা লাভ করে না। জাগতিক কিছু ক্ষেত্রে এককভাবে কৃত কাজ সফল হলেও দ্বীনি ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে উম্মাহর উপকারী কোনো কাজ আনজাম দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার ব্যাপারে খুব গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ, ঐক্যবদ্ধ থাকার মাঝেই মুসলিমদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের পরস্পর বিভেদ থেকে সর্বদিক থেকে সাবধান করেছেন। কেননা, বিভেদ উম্মাহর মাঝে প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এতে অনেক অশুভ ও লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং বড় বড় ফাসাদের শিকড় প্রোথিত রয়েছে। বিচ্ছিন্নতা থেকে বাঁচার জন্য প্রত্যেক মুসলিমকে তাঁর আকিদা, কর্তব্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। দ্বীনের ব্যাপারে তাকে প্রচণ্ড আত্মমর্যাদাশীল হতে হবে। কুফর ও কাফিরদের বিরুদ্ধে অনমনীয় ও কঠোর স্বভাবের অধিকারী হতে হবে।

ইসলাম শুধু ঐক্যের কথা বলেই ক্ষান্তি দেয়নি; বরং তা বাস্তবায়নের জন্য বাইআত ও ইতাআত বা আনুগত্যকে আবশ্যক করেছে। কেননা, কারও নেতৃত্ব ও আনুগত্য ছাড়া কখনও ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। তাই মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হলে অবশ্যই কারও হাতে বাইআত গ্রহণ করতে হবে এবং তাকে পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। আর তাই ঐক্যের আলোচনার সাথে বাইআত ও আনুগত্যের আলোচনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সঙ্গত কারণেই আমরা এ অধ্যায়ে ঐক্যবদ্ধতার আলোচনার পাশপাশি তার বাস্তবায়নের জন্য বাইআত ও আনুগত্য নিয়েও আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আলোচনার সুবিধার্থে এতে আমরা তিনটি অধ্যায়ে যথাক্রমে ঐক্য, বাইআত ও আনুগত্য—তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব, শরিয়ি বিধান ও বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমাদের করণীয় নিয়ে দালিলিক পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহই তাওফিকদাতা এবং তিনিই আমাদের সাহায্যকারী।

প্রথম অধ্যায় : ঐক্য

আরবি আল-জামাআহ এর বাংলা হলো ঐক্য। কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে সালিহিনের বাণীতে জামাআহ বা ঐক্যের গুরুত্ব অপরিসীম। ঐক্যকেই মুসলিম উম্মাহর অন্যতম প্রধান ও মূল শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বস্তুত ঐক্যবিহীন জাতি হলো মাকড়সার জালের ন্যায়। ছোট্ট একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিও এদেরকে নিয়ে ফুটবলের মতো খেলতে পারে। এজন্য বর্তমান এ ফিতনার যুগে আমাদের জন্য ঐক্যের গুরুত্ব জেনে তদানুসারে কাজ করা আবশ্যিক। এ অধ্যায়ে আমরা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ঐক্যের গুরুত্ব ও এর শরয়ি বিধান নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ : ঐক্যের গুরুত্ব

কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালিহিনের বাণীতে ঐক্যের ব্যাপারে অনেক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এখানে আমরা পর্যায়ক্রমে কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফের বাণী থেকে ঐক্যের গুরুত্ব ও আদেশ সংবলিত কিছু নস উল্লেখ করছি।

কুরআন থেকে-

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

‘আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ় হাতে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।’^১

তিনি আরও বলেন :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

‘আর তাদের মতো হয়ো না, যাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে এবং পরস্পর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।’^২

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

‘আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। অন্যথায় তোমরা শক্তি হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।’^৩

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

‘নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং অনেক দল হয়ে গেছে, তাদের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহর নিকট সমর্পিত। অতঃপর তিনি বলে দেবেন, যা কিছু তারা করে থাকে।’^৪

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

১. সূরা আলি ইমরান : ১০৩

২. সূরা আলি ইমরান : ১০৫

৩. সূরা আল-আনফাল : ৪৬

৪. সূরা আল-আনআম : ১৫৯

‘তিনি তোমাদের জন্যে দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নিধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নুহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহিম, মুসা ও ইসাকে এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি করো না।’^৫

এভাবে আরও অনেক আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকা, পরস্পর হৃদয়তা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং পরস্পর বিভক্ত না হওয়া ইসলামের মৌলিক ভিত্তিসমূহের অন্যতম। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এর প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করেছেন। আর আহলে কিতাব ও অন্যদের মধ্য হতে যারা এ বিষয়টি ত্যাগ করেছে, তাদের খুব নিন্দা করেছেন। অতএব, মুসলিমদের জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকা ওয়াজিব, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন।

হাদিস থেকে-

হাদিসেও ঐক্যবদ্ধতার অনেক গুরুত্ব ও আদেশ বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে সাধারণ ও বিশেষ সব স্থানেই এর প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। আমরা এখানে হাদিসে রাসুল থেকে কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করছি।

নুমান বিন বাশির রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন :

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِيهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

‘পরস্পর মহব্বত, দয়া ও অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মুমিনদেরকে এক দেহের ন্যায় দেখতে পাবে। যখন তার এক অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার পুরো দেহ বিন্দ্রা ও জ্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে।’^৬

আবু মুসা আশআরি রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعُهُ

‘মুমিনগণ পরস্পর একটি প্রাসাদের ন্যায়, যার একাংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এই বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক হাতের আঙুলসমূহ অপর হাতের আঙুলসমূহে প্রবেশ করালেন।’^৭

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

‘তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকো, যে পর্যন্ত না আমি তোমাদের কিছু বলি। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতেরা তাদের নবিদের অধিক প্রশ্ন করা ও মতভেদ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদেরকে কোনো ব্যাপারে নিষেধ করি তখন তা থেকে বেঁচে থাকো। আর যদি কোনো বিষয়ে আদেশ করি তাহলে সাধ্যানুসারে মেনে চলো।’^৮

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ، مَنْ أَرَادَ مُجُوحَةَ الْحِجَةِ فَلْيَلْزِمُ الْجَمَاعَةَ

৫. সূরা আশ-শূরা : ১৩

৬. সহিহুল বুখারি : ৮/১০, হা. নং ৬০১১ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৭. সহিহুল বুখারি : ১/১০৩, হা. নং ৪৮১ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৮. সহিহুল বুখারি : ৯/৯৪-৯৫, হা. নং ৭২৮৮ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

‘তোমরা অবশ্যই জামাআতের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকো। বিচ্ছিন্নতা হতে সাবধান থাকো। কেননা, শয়তান একাকী মানুষের সাথে থাকে এবং সে দুজন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে ব্যক্তি জান্নাতের সবচেয়ে উত্তম জায়গা পছন্দ করে সে যেন (মুসলিমদের সাথে) ঐক্যবদ্ধ থাকে।’^৯

পাল থেকে বিচ্ছিন্ন ছাগলকে বাঘ যেমন সহজে গ্রাস করে নেয়, তেমনই মুসলমানদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ওপর শয়তান সহজে তার প্রভাব বিস্তার করে। চিন্তা করে দেখুন, কীভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়া শয়তানের বিরোধী হয়, তার জন্য তিরস্কার হয়ে থাকে? কেননা, একতা হলো মুসলমানদের হিফাজতকারী এবং পথদ্রষ্টতা ও ক্ষতিতে পতিত হওয়া থেকে রক্ষাকারী। যে ব্যক্তি জান্নাতের সুবাস, জান্নাতের প্রশস্ত প্রান্তর ও তার মধ্যভাগে স্থান লাভ করতে চায়—যে চায় যে, ছায়াময় গাছের নিচে সে আরাম করবে, সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়; সে যেন ঝগড়া, বিবাদ ও বিচ্ছিন্নতা থেকে দূরে থাকে।

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ.

‘জামাআতের সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকে।’^{১০}

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

‘আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় পছন্দ করেন এবং তিনটি বিষয় অপছন্দ করেন। তোমাদের যে তিনটি বিষয় তিনি পছন্দ করেন—

১. তোমরা তাঁর ইবাদত করবে।
২. তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না।
৩. তাঁর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে, বিচ্ছিন্ন হবে না।

তোমাদের যে তিনটি বিষয় তিনি অপছন্দ করেন—

১. অসার কথাবার্তা বলা।
২. মাল-সম্পদ অহেতুক নষ্ট করা।
৩. অতিরিক্ত প্রশ্ন করা।’^{১১}

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

‘যে ব্যক্তি (আমিরের) আনুগত্য থেকে বেরিয়ে মুসলিমদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করল, অতঃপর এ অবস্থায়ই মারা গেল, তাহলে সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল।’^{১২}

৯. সুনানুত তিরমিজি : ৪/৩৫, হা. নং ২১৬৫ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) -হাদিসটি সহিহ।

১০. সুনানুত তিরমিজি : ৪/৩৬, হা. নং ২১৬৬ (দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত) -হাদিসটি হাসান।

১১. সহিহ মুসলিম : ৩/১৩৪০, হা. নং ১৭১৫ (দারুল ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্য, বৈরুত)

১২. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৭৬, হা. নং ১৭১৫ (দারুল ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্য, বৈরুত)

সালাফে সালিহিনের বাণী থেকে-

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالطَّاعَةِ وَالْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُمَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ، وَإِنْ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ وَالطَّاعَةِ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا تَسْتَجِبُونَ فِي الْفُرْقَةِ

‘হে লোকসকল, তোমরা আনুগত্য করো এবং জামাআতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকো। কেননা, এ দুটোই হলো আল্লাহর রশি, যা ধরতে তিনি আদেশ করেছেন। আর তোমরা জামাআতবদ্ধ অবস্থায় যা কিছু অপছন্দ করো তা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তোমাদের পছন্দনীয় জিনিসের চেয়েও উত্তম।’^{১৩}

ইমাম শাবি রহ. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণনা করেন :

أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا} [آل عمران: ১০৩] قَالَ: الْجَمَاعَةُ.

‘তিনি (আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.) আল্লাহর বাণী “তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরো”—এর ব্যাখ্যায় বলেন, রশি হলো মুসলিমদের জামাআত।’^{১৪}

ইবনে আব্বাস রা. এর তাফসিরে বলেন :

قَوْلُهُ: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا} [آل عمران: ১০৫] وَنَحْنُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ أَمَرَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالْجَمَاعَةِ، فَتَنَاهُمْ عَنِ الْإِخْتِلَافِ وَالْفُرْقَةِ، وَأَخْبَرَهُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِالْمِرَاءِ وَالْخُصُومَاتِ فِي دِينِ اللَّهِ

‘আল্লাহর বাণী “আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে এবং পরস্পর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে।” এবং কুরআনে থাকা এ জাতীয় অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে তাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে, পূর্বে যারা ধ্বংস হয়েছে, তারা দ্বীনের ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে।’^{১৫}

ইমাম আওজায়ি রহ. বলেন :

كَانَ يُقَالُ: خَمْسٌ كَانَ عَلَيْهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعُونَ بِإِحْسَانٍ: لُزُومُ الْجَمَاعَةِ، وَاتِّبَاعُ السُّنَّةِ، وَعِمَارَةُ الْمَسْجِدِ، وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

‘বলা হয়, সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়িগণ পাঁচটি বিষয়ের ওপর অবিচল ছিলেন। যথা : ১. জামাআহ বা ঐক্যবদ্ধ থাকা, ২. সুন্যাহর অনুসরণ, ৩. মসজিদের আবাদকরণ, ৪. কুরআন তিলাওয়াত, ৫. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।’^{১৬}

ইমাম তাবারি রহ. এ আয়াতের তাফসিরে বলেন :

يَعْنِي بِذَلِكَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: وَتَعَلَّقُوا بِأَسْبَابِ اللَّهِ جَمِيعًا. يُرِيدُ بِذَلِكَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَتَمَسَّكُوا بِدِينِ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَكُمْ بِهِ، وَعَهْدِهِ الَّذِي عَهْدَهُ إِلَيْكُمْ فِي كِتَابِهِ إِلَيْكُمْ مِنَ الْأُلْفَةِ وَالْإِجْتِمَاعِ عَلَى كَلِمَةِ الْحَقِّ وَالتَّسْلِيمِ لِأَمْرِ اللَّهِ.

“তোমরা সকলে একসাথে আল্লাহকে পাওয়ার উপায়ের সাথে ঝুলে থাকো।” এর দ্বারা মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো, তোমরা আল্লাহর দ্বীনকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকো—যার ব্যাপারে তিনি তোমাদের আদেশ করেছেন। তোমরা সে ওয়াদাকে আঁকড়ে ধরো, যে ওয়াদা তিনি তাঁর কিতাবে তোমাদের প্রতি করেছেন; যিনি এ সমস্ত বিষয় তাঁর কিতাবে

১৩. তাফসিরুত তাবারি : ৭/৭৫ (মুআসাসাতুত রিসালা, বৈরুত)

১৪. তাফসিরুত তাবারি : ৭/৭১ (মুআসাসাতুত রিসালা, বৈরুত)

১৫. তাফসিরুত তাবারি : ৭/৯৩, হা. নং ৭৫৯৯ (মুআসাসাতুত রিসালা, বৈরুত)

১৬. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৬/১৪২ (দারুল কিতাবিল আরবিয়্যি, বৈরুত)

উল্লেখ করেছেন—যেমন : হৃদ্যতা, সত্য কালিমার ওপর একত্রিত হওয়া, আল্লাহর আদেশের প্রতি আত্মসমর্পণ করা।^{১৭}

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. لَا تَفَرُّوْا ‘আর তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না’-এর তাফসিরে বলেন :

وَقَوْلُهُ: وَلَا تَفَرُّوْا أَمْرُهُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ، وَقَدْ وَرَدَتْ الْأَحَادِيثُ الْمُتَعَدَّدَةُ بِالتَّحْذِيرِ عَنِ التَّفَرُّقِ، وَالْأَمْرِ
بِالْإِجْتِمَاعِ وَالْإِئْتِلَافِ

‘আল্লাহর বাণী “আর তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না” এখানে আল্লাহ তাআলা জামাআতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভক্ত হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে নিষেধ এবং ঐক্যবদ্ধ ও মিলে থাকার আদেশের ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।^{১৮}

ইমাম নববি রহ. বলেন :

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَفَرُّوْا فَهُوَ أَمْرٌ بِلُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَتَأْلُفِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَهَذِهِ إِحْدَى قَوَاعِدِ
الْإِسْلَامِ

‘আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম এর বাণী “আর তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না” মুসলমানদের মাঝে একতা ও পারস্পরিক প্রীতি আবশ্যিক হওয়ার ব্যাপারে আদেশস্বরূপ। আর এটি ইসলামের অন্যতম মূলনীতি।^{১৯}

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন :

فَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ كُلَّهُمْ أَنْ يَعْتَصِمُوا بِحَبْلِهِ جَمِيعًا وَلَا يَتَفَرَّقُوا، وَقَدْ فَسَّرَ حَبْلُهُ بِكِتَابِهِ، وَبِإِسْلَامِهِ، وَبِالْإِخْلَاصِ، وَبِأَمْرِهِ، وَبِعَهْدِهِ، وَبِطَاعَتِهِ، وَبِالْجَمَاعَةِ. وَهَذِهِ كُلُّهَا مِنْ قَوْلِهِ عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ، وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ؛ فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَأْمُرُ بِدِينِ الْإِسْلَامِ، وَذَلِكَ هُوَ عَهْدُهُ وَأَمْرُهُ وَطَاعَتُهُ، وَالْإِعْتِصَامُ بِهِ جَمِيعًا إِنْمَا يَكُونُ
فِي الْجَمَاعَةِ، وَدِينُ الْإِسْلَامِ حَقِيقَتُهُ الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ.

‘আল্লাহ তাআলা সকল মুমিনকে এ আদেশ দিয়েছেন যে, তারা সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর রশিকে আঁকড়ে ধরবে, বিচ্ছিন্ন হবে না। রশি বলতে তাঁর কিতাব, তাঁর দ্বীন, ইসলাম, ইখলাস, তাঁর আদেশ, তাঁর অঙ্গিকার, তাঁর আনুগত্য, ঐক্যবদ্ধতা উদ্দেশ্য। এ মতগুলোর সবকটি সাহাবা ও তাবিয়িন থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং সবগুলোই সঠিক। কেননা, কুরআন দ্বীনে ইসলামের আদেশ করে। আর তা হলো তাঁর অঙ্গিকার, তাঁর আদেশ, তাঁর আনুগত্য। আর এ সবগুলোকে আঁকড়ে ধরতে হলে মুসলিম জামাআতের সাথে থাকতে হবে। আর দ্বীনে ইসলামের হাকিকত বা বাস্তবতা হলো ইখলাস তথা আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হওয়া।^{২০}

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. অন্যত্র বলেন :

وَإِذَا تَفَرَّقَ الْقَوْمُ فَسَدُوا وَهَلَكُوا وَإِذَا اجْتَمَعُوا صَلَحُوا وَمَلَكُوا؛ فَإِنَّ الْجَمَاعَةَ رَحْمَةٌ وَالْفُرْقَةُ عَذَابٌ.

‘জাতি যখন বিভক্ত হয়ে পড়ে, তখন তারা বিশৃঙ্খল ও ধ্বংস হয়ে যায়। আর যখন তারা ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন নিরাপদ ও ক্ষমতাবান থাকে। কেননা, জামাআতের সাথে থাকা হলো রহমত আর বিচ্ছিন্নতা হলো আজাব।^{২১}

আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহ. বলেন :

وَفِيهِ حُجَّةٌ لِّلْجَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ فِي وُجُوبِ لُزُومِ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ

১৭. তাফসিরুত তাবারি : ৭/৭০ (মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত)

১৮. তাফসিরু ইবনি কাসির : ২/৭৭ (দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত)

১৯. শারহু মুসলিম, নববি : ১২/১১ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়া, বৈরুত)

২০. মিনহাজুস সুনাহ : ৫/১৩৪ (জামিআ মুহাম্মাদ বিন সাউদ, সৌদিআরব)

২১. মাজমুউল ফাতাওয়া : ৩/৪২১ (মাজমুউল মালিক ফাহাদ, সৌদিআরব)

‘এ হাদিসে মুসলিমদের জামাআতের সাথে ঐক্যবদ্ধ থাকা আবশ্যিক হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের দলিল রয়েছে।’^{২২}

মুসলমানদের ঐক্যের আদেশ দিয়ে এবং পূর্ববর্তী উম্মতদের বিচ্ছিন্ন হয়ে ধ্বংস হওয়া ও অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতা থেকে এ উম্মাহকে সাবধান করে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

তামিম দারি রা. বলেন, উমর রা.-এর শাসনামলে লোকেরা উঁচু উঁচু ঘর নির্মাণ করলে তিনি বলেন, হে আরববাসী, জমিনের মায়া ত্যাগ করো। জামাআতবদ্ধ থাকা ব্যতীত ইসলাম পরিপূর্ণ নয়, নেতৃত্ব ছাড়া জামাআত পরিপূর্ণ নয়, নেতার আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব পরিপূর্ণ নয়। খবরদার, যে ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান রাখার ভিত্তিতে জাতির নেতা নির্বাচিত হবে, সে এবং উক্ত জাতি জীবন ও কল্যাণ লাভ করবে। আর যে জাতির নেতা দ্বীন জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে, সে এবং উক্ত জাতির ধ্বংস অনিবার্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঐক্যের শরয়ি হুকুম

পূর্বোক্ত আলোচনায় কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফে সালিহিনের নস থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জামাআহ তথা ঐক্যবদ্ধ থাকা আবশ্যিক। হক দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী বা বাতিলদের সাথে থেকে কাজ করার কোনো অনুমোদন নেই। হক দল তারাই, যারা সাহাবা, তাবয়িন ও আইম্মায়ে মুসলিমিনের আদর্শের ওপর অবিচল থাকে; যদিও সংখ্যায় তারা স্বল্পই হোক না কেন। তাগুত ও কুফরিতে লিপ্ত নামধারী মুসলিম সরকাররা যতই নিজেকে মুসলিম দাবি করুক না কেন, তারা কখনো জামাআহর অন্তর্ভুক্ত নয়। তাগুতদের মতো তাদেরকেও পুরোপুরি বর্জন করতে হবে এবং প্রত্যেক জামানায় যারা সাহাবা ও তাবয়িনের পথ অনুসরণ করে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত, তাদের সহযোগিতা করা এবং তাদের সঙ্গ দেওয়া প্রতিটি মুসলিমের ওপর আবশ্যিক।

আল্লামা রাজিহি রহ. বলেন :

يَحِبُّ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَلْزَمَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا يَشُدَّ عَنْهُمْ فِي الْأَعْقَادَاتِ وَفِي الْأَعْمَالِ وَفِي الْأَفْعَالِ

‘সকল মুসলিমের ওপর মুসলমানদের জামাআতকে আঁকড়ে ধরা আবশ্যিক। আকিদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক এবং কথা-কর্ম কোনোটিতেই জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার সুযোগ নেই।’^{২৩}

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. বলেন :

قَالَ الظَّيْرِيُّ اخْتَلَفَ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَفِي الْجَمَاعَةِ فَقَالَ قَوْمٌ هُوَ لِلْجُودِ وَالْجَمَاعَةُ السَّوَادُ الْأَعْظَمُ... وَقَالَ قَوْمٌ الْمُرَادُ بِالْجَمَاعَةِ الصَّحَابَةُ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَقَالَ قَوْمٌ الْمُرَادُ بِهِمْ أَهْلُ الْعِلْمِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْ حُجَّةً عَلَى الْخَلْقِ وَالنَّاسُ تَبِعَ لَهُمْ فِي أَمْرِ الدِّينِ قَالَ الظَّيْرِيُّ وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْخَيْرِ لُزُومُ الْجَمَاعَةِ الَّذِينَ فِي طَاعَةِ مَنْ اجْتَمَعُوا عَلَى تَأْمِينِهِ فَمَنْ نَكَثَ بَيْعَتَهُ خَرَجَ عَنِ الْجَمَاعَةِ

‘ইমাম তাবারি রহ. বলেন, (জামাআতকে আঁকড়ে ধরার) এই আদেশ ও জামাআতের ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কিছু উলামায়ে কিরাম বলেন, এ আদেশটি আবশ্যকীয়তা বুঝায় আর জামাআত বলতে উদ্দেশ্য অধিকাংশ মুসলমান। আরেকদল উলামায়ে কিরাম বলেন, জামাআত বলতে শুধু সাহাবায়ে কিরাম উদ্দেশ্য, অন্য কেউ নয়। আর কারও মতে জামাআত দ্বারা উদ্দেশ্য উলামায়ে কিরাম। কেননা, আল্লাহ তাআলা সকল মানুষের জন্য তাদেরকে দলিল বানিয়েছেন, আর লোকেরা দ্বীন বিষয়ে তাদেরই অনুগামী। ইমাম তাবারি রহ. বলেন, সঠিক কথা হলো, হাদিসটির উদ্দেশ্য ওই জামাআতকে আঁকড়ে ধরা, যারা এমন আমিরের আনুগত্য করছে, যার ব্যাপারে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। অতএব, যে কেউ বাইআত ভঙ্গ করবে সে মুসলমানদের দল থেকে বের হয়ে যাবে।’^{২৪}

২২. উমদাতুল কারি : ২৪/১৯৫ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্যি, বৈরুত)

২৩. শারহু কিতাবিস সুন্নাহ : ১/৭ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা)

২৪. ফাতহুল বারি : ১৩/৩৭ (দারুল মারিফা, বৈরুত)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : জামাআতের ব্যাখ্যা

অনেকের ধারণা, জামাআত বলতে অধিকাংশ মুসলিম যেকোনো জামাআত; অথচ এটা ভুল ধারণা। কেননা, কুরআন-সুন্নাহ যত স্থানে জামাআতকে আঁকড়ে ধরার কথা এসেছে, সব জায়গায় উদ্দেশ্য হলো যারা হকের পথে আছে এবং সুন্নাহ ও সাহাবিদের মানহাজের ওপরে আছে। অন্যথায় জামাআত বলতে যদি শুধু নামধারী মুসলমানই উদ্দেশ্য হতো, তাহলে মুসলমানদের কখনো হক পথে থাকার সুযোগ হতো না। কেননা, সব যুগেই বাতিলদের পাল্লা ভারী বেশি। সুতরাং যেসব হাদিসে মুসলমানদের জামাআতের সাথে থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে নিঃশর্তভাবে সব মুসলমান উদ্দেশ্য নয়; বরং শুধু হকপন্থী মুসলমান উদ্দেশ্য, যারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সত্য ও ন্যায়ের পথে লড়ে যায়, বাতিল ও তাগুতের সামনে কখনো মাথা নত করে না। এ ব্যাপারে সালাফ থেকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

الْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقُّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ

‘জামাআত হলো, যা হকের অনুকূল হয়, যদিও তুমি একা হও না কেন!’^{২৫}

ইমাম নুআইম বিন হাম্মাদ রহ. এ কথাটির ব্যাখ্যায় বলেন :

يَعْنِي إِذَا فَسَدَتِ الْجَمَاعَةُ، فَعَلَيْكَ بِمَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ قَبْلَ أَنْ تَفْسُدَ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ؛ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْجَمَاعَةُ حِينَئِذٍ.

‘অর্থাৎ যখন মুসলিমদের জামাআত (সত্য পথ থেকে) বিচ্যুত হয়ে যাবে, তখন তুমি সে পথে চলো, যে পথে মুসলমানরা বিচ্যুত হওয়ার পূর্বে চলত; যদিও তুমি একাকী হও না কেন! কেননা, তখন তুমি একাই একটি জামাআত বলে বিবেচিত হবে।’^{২৬}

ইমাম আবু শামা মাকদিসি রহ. বলেন :

وَحَيْثُ جَاءَ الْأَمْرُ بِالزُّوْمِ الْجَمَاعَةِ فَالْمُرَادُ بِهِ لُزُومُ الْحَقِّ وَاتِّبَاعُهُ وَإِنْ كَانَ الْمُتَمَسِّكُ بِالْحَقِّ قَلِيلًا وَالْمُخَالَفُ كَثِيرًا

‘(কুরআন-সুন্নাহর) যেখানেই জামাআতকে আঁকড়ে ধরার কথা এসেছে, সেখানে উদ্দেশ্য হলো হককে আঁকড়ে ধরা এবং তার অনুসরণ করা; যদিও হক পালনকারী স্বল্পসংখ্যক হোক আর বিরোধিতাকারী অধিক হোক।’^{২৭}

আল্লামা রাজিহি রহ. বলেন :

وَجَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ هُمُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ وَتَابِعُوهُمْ وَالْأَيُّمَةُ مِنْ بَعْدِهِمْ،

‘মুসলিমদের জামাআত হলো সাহাবায়ে কিরাম, তাবিয়িনে ইজাম ও তাঁদের পরবর্তী আইম্মায়ে কিরাম।’^{২৮}

এসব আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জামাআতের সাথে থাকা বলতে নির্দিষ্ট কোনো দল বা ব্যক্তির অনুসরণ বুঝানো হয়নি; বরং সত্যের পথে এবং রাসুলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কিরামের আদর্শে চলার নামই জামাআতের সাথে থাকা। কোনো যুগে এসে যদি এমন সত্যপন্থী একজনও হয়, তবুও শরিয়তের দৃষ্টিতে সে একাই জামাআতের সাথে আছে বলা হবে। সংখ্যা ও আধিক্যের ভিত্তিতে জামাআতের মানদণ্ড নির্ধারিত হবে না।

২৫. তারিখু দিমাশক : ৪৬/৪০৯ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

২৬. ইগাসাতুল লাহফান : ১/১১৫ (দারু আলামিল ফাওয়ায়িদ, মক্কা)

২৭. আল-বায়সু আলা ইনকারিল বিদায়ি ওয়াল হাওয়াদিস : ১/২২ (দারুল হুদা, কায়রো)

২৮. শারহু কিতাবিস সুন্নাহ : ১/৭ (আল-মাকতাবাতুশ শামিলা)

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ঐক্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? এ সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করো।
২. ঐক্যের গুরুত্ব নিয়ে কুরআন, হাদিস ও সালাফের বাণী থেকে ন্যূনতম পাঁচটি করে নস উল্লেখ করো।
৩. ‘মুসলিমদের জামাআত’ বলতে কাদের বোঝানো হয়ে থাকে? সালাফের বাণীসমূহ থেকে উল্লেখ করো।
৪. জামাআত হওয়ার জন্য কতজন হওয়া শর্ত? শুধু একজন মানুষ কি জামাআত হতে পারে?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. আল্লাহর বাণী ‘তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরো’-এর ব্যাখ্যা কী? সালাফের ব্যাখ্যার আলোকে বর্ণনা করো।
২. মুসলিমদের ঐক্যের শরয়ি হুকুম কী?
৩. বর্তমান সময়ে কারা জামাআতের সাথে আছে বলে মনে করো?
৪. মুসলিম জনসাধারণকে জামাআতের সাথে সংযুক্ত করার উপায় কী হতে পারে?
৫. গুরাবার হাদিস ও জামাআতের হাদিস উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধন করো।
৬. জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হলে কী কী ক্ষতি হতে পারে, উল্লেখ করো।
৭. জামাআতের সাথে সংযুক্ত হওয়া থেকে মুসলিম উম্মাহকে দূরে রাখার ব্যাপারে কাফিররা কী কী ষড়যন্ত্র করছে?
৮. জামাআতকে চেনার মাপকাঠি কেমন হবে? কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে নাকি আকাবির ও মাশায়িখের দলিলহীন ফতোয়ার ভিত্তিতে?

দ্বিতীয় অধ্যায় : বাইআত

এ অধ্যায়ে আমরা বাইআতের অর্থ, তার ভিত্তি, গুরুত্ব, শরিয়ত বিধান ও বাইআত কাদের দেওয়া হবে ইত্যাকার গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। বুঝার সুবিধার্থে আলোচনাগুলো আমরা কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে করব ইনশাআল্লাহ। তিনিই তাওফিকদাতা ও সাহায্যকারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ : বাইআতের অর্থ

الْبَيْعَةُ শব্দটি الْبَيْع থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো, مَالٍ بِمَالٍ তথা বস্তু বিনিময়করণ। الْبَيْعَةُ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো, বিক্রয় আবশ্যক করার চুক্তি। তবে পরবর্তী সময়ে শব্দটি مُبَايَعَةُ অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। مُبَايَعَةُ শব্দের অর্থ হলো, আনুগত্য ও সাহায্যের ব্যাপারে ওয়াদা প্রদান করা।^{২৯}

ইবনে খালদুন রহ. বলেন :

الْبَيْعَةُ هِيَ الْعَهْدُ عَلَى الطَّاعَةِ كَأَنَّ الْمُبَايِعَ يُعَاهِدُ أَمِيرَهُ عَلَى أَنَّهُ يُسَلِّمُ لَهُ الْمَظَرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُنَازِعُهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَيُطِيعُهُ فِيمَا يَكْلِفُهُ بِهِ مِنَ الْأَمْرِ عَلَى الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ.

‘বাইআত হলো আনুগত্যের ওয়াদা। বাইআত প্রদানকারী তার ও সকল মুসলমানের বিষয়াদির প্রতি লক্ষ করার অধিকার তার আমিরের নিকট অর্পণ করার অঙ্গীকার করল যে, সে এ ব্যাপারে তার সাথে বিবাদে জড়াবে না এবং মতানৈক্য করবে না। তার আমির তাকে যে বিষয়ে দায়িত্ব দেবেন, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সর্বাবস্থায় সে আমিরের আনুগত্য করবে।’^{৩০}

অর্থাৎ শরিয়তের সীমার মধ্যে থেকে কোনো অবস্থাতেই তার অবাধ্য হওয়া যাবে না এবং বিদ্রোহ করা যাবে না। অন্য কথায় বলা যায়, বাইআত বলা হয়, নেক ও সৎ কাজে আমিরের আদেশ শোনা ও তার আনুগত্য করার অঙ্গীকারকে। কিন্তু গুনাহ বা অবাধ্যতার ক্ষেত্রে কোনো আনুগত্য নেই। যদি সে গুনাহের কাজের আদেশ দেয়, তবে তার কোনো কথা শোনা যাবে না।

এর ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, ওকালাত তথা প্রতিনিধিত্ব করার সাথে বাইআতের সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন ওকালাতের মধ্যে দুটি পক্ষ থাকবে। এক. মুয়াক্কিল বা প্রতিনিধি নিয়োগকারী। দুই. উকিল বা প্রতিনিধি। মুয়াক্কিল উকিলকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে তার প্রতিনিধি হয়ে কাজ করার অধিকার দেয় এবং তাদের দুজনের মধ্যে এ বিষয়ে চুক্তি হয়। ফলে চুক্তিকৃত বিষয়কে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য উকিল তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু ওই বিষয়টির ক্ষতি হয়— এমন কোনো কাজ সে করতে পারবে না। কারণ, তা হবে চুক্তি বহির্ভূত কাজ।

অনুরূপভাবে বাইআতের ক্ষেত্রেও দুটি পক্ষ রয়েছে। প্রথমপক্ষ হলো বাইআত প্রদানকারী ব্যক্তিবর্গ। আর তারা হলো মুসলিম জনগণ। প্রথমে আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ উপযুক্ত কাউকে খলিফা নির্ধারণ করে তাকে বাইআত দেবেন। অতঃপর মুসলিম জনসাধারণ তাকে এই শর্তে বাইআত দেবে যে, তিনি তাদের ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করবেন এবং তাদের মধ্যে শরিয়তের প্রতিটি আদেশ বাস্তবায়ন করবেন। আর দ্বিতীয় পক্ষ হলো বাইআত গ্রহণকারী তথা আমির বা খলিফা। তিনি জনগণের কাছ থেকে এই শর্তে বাইআত গ্রহণ করবেন যে, তিনি তাদের পুরোপুরি শরিয়ত অনুযায়ী পরিচালনা করবেন।

আর এটিই হলো বাইআতের অঙ্গীকার। প্রত্যেক মুসলিম তার পক্ষ থেকে শাসককে বাইআত দেবে এবং বাইআতের বিষয়টা যাতে মজবুত ও দৃঢ় হয় সে জন্য বাইআত দেওয়ার সময় মুসাফাহা করার মতো একজনের হাতের ওপর আরেকজনের হাত রাখবে।

২৯. আল-মিসবাহুল মুনির : ১/৬৯ (আল-মাকতাবুল ইলমিয়া, বৈরুত)

৩০. তারিখু ইবনি খালদুন : পৃ. নং ২৬১ (দারুল ফিকর, বৈরুত)

ইবনে খালদুন রহ. বলেন :

وَكَاُنُوا إِذَا بَايَعُوا الْأَمِيرَ وَعَقَدُوا عَهْدَهُ جَعَلُوا أَيْدِيَهُمْ فِي يَدِهِ تَأْكِيدًا لِلْعَهْدِ فَأَشْبَهَ ذَلِكَ فَعَلَ الْبَايْعَ وَالْمُشْتَرِيَ فَسُمِّيَ بَيْعَةً مَصْدَرُ بَاعٍ وَصَارَتِ الْبَيْعَةُ مُصَافَحَةً بِالْأَيْدِي هَذَا مَذْلُوقُهَا فِي عُرْفِ اللَّغَةِ وَمَعْنَاهُ الشَّرْعُ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي الْحَدِيثِ فِي بَيْعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ وَعِنْدَ الشَّجَرَةِ.

‘অঙ্গীকার দৃঢ় ও মজবুত করণার্থে যখন তারা আমিরকে বাইআত প্রদান করত, তখন তার এক হাতের মধ্যে তাদের হাত রাখত। এটা ক্রেতা-বিক্রেতার কর্মের সদৃশ হওয়ায় এটাকে বাইআত বলা হয়, যা ع با এর মাসদার। অতঃপর বাইআত হাতে হাত রেখে মুসাফাহাকে বলে। আভিধানিক ও শরয়িভাবে এটাই তার অর্থ। আকাবার রাতে এবং হুদাইবিয়ার গাছের নিচে বাইআতুর রিজওয়ানের হাদিসে উদ্ধৃত বাইআত বলতে এটাই উদ্দেশ্য।’^{৩১}

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাইআতের শরয়ি ভিত্তি

বাইআত কুরআন, সুন্নাহর সুস্পষ্ট দলিলাদির ভিত্তিতে প্রমাণিত। আমরা এখানে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর দালিলিক দিকটি তুলে ধরছি।

কুরআনে কারিম থেকে-

কুরআনে কারিমে অনেক আয়াত আছে, যাতে বাইআতের কথা এবং তার শরয়ি ভিত্তির কথা উল্লেখ আছে। সূরা ফাতহে বাইআতুর রিজওয়ানের কথা এসেছে, ‘যারা নবিকে বাইআত দেবে, তারা মূলত আল্লাহকেই বাইআত দেবে।’ আর এ থেকেই বাইআতের গুরুত্ব ও বাইআত প্রদানকারীদের সম্মানের বিষয়টি ফুটে ওঠে, যারা কোনো প্রকারের দ্বিধা না করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে বাইআত দিয়েছিলেন। সাহাবিগণ তাঁকে এই কথার ওপর বাইআত দিয়েছিলেন যে, তিনি আল্লাহর বিধান অনুযায়ী তাঁদের পরিচালনা করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ ۖ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

‘যারা আপনার কাছে বাইআত গ্রহণ করে, তারা তো (প্রকৃতপক্ষে) আল্লাহর কাছেই বাইআত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে, নিশ্চিতই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, আল্লাহ সত্ত্বরই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন।’^{৩২}

যে সকল মুসলমান গাছের নিচে বাইআতে রিজওয়ানে অংশগ্রহণ করেছেন, আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

‘আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নিচে আপনার কাছে বাইআত হলো। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাজিল করলেন এবং তাদের আসন্ন বিজয়ের পুরস্কার দিলেন।’^{৩৩}

অনুরূপভাবে যে সকল মহিলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং আল্লাহর প্রতিটি বিধান মেনে চলার অঙ্গীকার করে তাঁর নিকট বাইআত গ্রহণ করেছে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. সূরা আল-ফাতহ : ১০

৩৩. সূরা আল-ফাতহ : ১৮

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ قَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

‘হে নবি, ইমানদার নারীরা যখন আপনার কাছে এসে এ শর্তে বাইআত হলো যে, তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তাদের সন্তানদের হত্যা করবে না, জারজ সন্তানকে স্বামীর ঔরস থেকে আপন গর্ভজাত সন্তান বলে মিথ্যা দাবি করবে না এবং ভালো কাজে আপনার অবাধ্য হবে না, তখন তাদের বাইআত গ্রহণ করুন এবং তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত দয়ালু।’^{৩৪}

হাদিসে রাসুল থেকে-

বাইআতের ব্যাপারে মুসলিম শরিফে এসেছে, মুজাশি বিন মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايَعُهُ عَلَى الْهَجْرَةِ، فَقَالَ: إِنَّ الْهَجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا، وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ

‘আমি মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের ওপর বাইআত হওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় হিজরতের ফজিলত মুহাজিরদের জন্য গত হয়ে গেছে। তাই ইসলাম, জিহাদ ও কল্যাণকর কাজেই কেবল বাইআত বাকি আছে।’^{৩৫}

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ

‘আমরা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট মান্য করা ও আনুগত্যের বাইআত দিতাম, তখন তিনি বলতেন, যতটুকুতে তোমরা সক্ষম হও।’^{৩৬}

উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ: إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

‘আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বাইআত দিলাম এ কথার ওপর যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিলেও আমরা তাঁর কথা মানব ও আনুগত্য করব। আমরা শাসক বা আমিরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব না। তিনি বলেন, তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা তার মধ্যে স্পষ্ট কুফরি দেখতে পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল আছে, তাহলে ভিন্ন কথা।’^{৩৭}

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমান থেকেই বাইআত গ্রহণ করতেন। তবে পুরুষরা সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, সর্বাবস্থায় তাঁর আনুগত্য করার বিষয়ে মুখে উচ্চারণ করে হাতে হাত রেখে বাইআত দিতেন। আর নারীরা পুরুষের মতো কথার মাধ্যমেই বাইআত দিতেন, তবে হাতে হাত রাখা ব্যতীত। কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের সাথে কখনো হাত মিলাতেন না।

আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ: {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا}، قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ إِلَّا امْرَأَةً يَمْلِكُهَا

৩৪. সূরা আল-মুমতাহিনা : ১২

৩৫. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪২৭, হা. নং ১৮৬৩ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্য, বৈরুত)

৩৬. সহিহুল বুখারি : ৯/৭৭, হা. নং ৭২০২ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৩৭. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৭০, হা. নং ১৭০৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্য, বৈরুত)

‘নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথার মাধ্যমে, لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا (তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না) আয়াতের ওপর মহিলাদের থেকে বাইআত গ্রহণ করতেন। আয়িশা রা. বলেন, কিন্তু তাঁর হাত মহিলাদের হাত স্পর্শ করত না, তবে তাঁর মালিকানাধীন মহিলাগণ (স্ত্রী ও দাসী) হলে ভিন্ন কথা।’^{৩৮}

উমাইমা বিনতে রুকাইকা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ نُبَايَعُهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُبَايَعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِي، وَلَا نَأْتِيَ بِيَهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ، وَأَطَقْتُمْ. قَالَتْ: قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ نُبَايَعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمَاثَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِمَرْأَةٍ وَاحِدَةٍ

‘আমি আনসারি মহিলাদের সাথে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বাইআত দিতে আসলাম। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা আপনার নিকট এই কথার ওপর বাইআত প্রদান করছি যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করব না, চুরি করব না, জিনা করব না, কারও ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ দেবো না এবং সৎ কাজে আমরা কখনোই আপনার অবাধ্য হব না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের সাধ্যমতো আনুগত্য করবে। উমাইমা রা. বলেন, আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ব্যাপারে অধিক দয়াশীল। হে আল্লাহর রাসুল, আসুন, এখনই আমরা বাইআত হই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি মহিলাদের সাথে হাত মিলাই না। একজন মহিলার ক্ষেত্রে আমার যে কথা, একশত মহিলার ক্ষেত্রে আমার সে একই কথা।’^{৩৯}

অন্যভাবে আমিরের অবাধ্য হতে এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। বাইআত ভঙ্গ করা ও আমিরকে গুরুত্ব না দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। কারণ, এগুলো হলো পথভ্রষ্টতা, আল্লাহর আদেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া, আল্লাহর আদেশের স্পষ্ট অবাধ্যতা, দ্বীনের আমানতের ক্ষেত্রে শিথিলতা করার নামান্তর।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

‘যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে হাত গুটিয়ে নিল, সে এমন অবস্থায় কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে আসবে যে, তার এ কর্মে তার পক্ষে কোনো প্রমাণই থাকবে না। আর যে মৃত্যুবরণ করল, অথচ তার কাঁধে কারও বাইআত নেই, সে জাহিলিয়াতের মতো মৃত্যুবরণ করল।’^{৪০}

অতএব মজলিসে শুরা বা মুসলমানদের নেতৃত্বস্থানীয় আলিম ও সৎলোকদের মাধ্যমে যখন আমির নির্ধারিত হবে, তখন সকলেই দ্রুত তাকে বাইআত দেবে। সকল মুসলমান তাদের সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমিরের কথা মান্য ও আনুগত্যের ওপর এবং কল্যাণকর কাজে তার অবাধ্য না হওয়া ও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করার ওপর বাইআত দেবে। আমিরের হাতে হাত রেখে বাইআত দেবে, যাতে করে বাইআতের বিষয়টি আরও দৃঢ় ও মজবুত হয়। আর মহিলারা মুসাফাহা ব্যতীত শুধু কথার মাধ্যমে বাইআত দেবে।

একের পর এক সকল মুসলমানের থেকে বাইআতের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে কারও জন্য আর এই সুযোগ নেই যে, সে তার কাঁধ থেকে বাইআতের ভার নামিয়ে রাখবে। আর কারও জন্য মুসলমানদের জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকারও সুযোগ নেই।

৩৮. সহিহুল বুখারি : ৯/৮০, হা. নং ৭২১৪। (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৩৯. সুনানুন নাসায়ি : ৭/ ১৪৯, হা. নং ৪১৮১ (মাকতাবুল মাতবুআতিল ইসলামিয়া, হালব) - হাদিসটি সহিহ।

৪০. সহিহ মুসলিম : ৩/ ১৪৭৮, হা. নং ১৮৫১ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়, বৈরুত)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বাইআতের গুরুত্ব

ইসলামি শরিয়তে বাইআতের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলিমদের একতাবদ্ধ থাকা এবং তাদের শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে বাইআত অনেক বড় ভূমিকা রাখে। বাইআতের দুটি দিক রয়েছে। এক : জনগণ। দুই : আমির। জনগণ বাইআত প্রদান করে এই অঙ্গীকার করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমির তাদের প্রতি ন্যায্যবিচার করবে এবং তাদের মধ্যে আল্লাহর শরিয়ত বাস্তবায়ন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া বা বিদ্রোহ করার কোনো অধিকার নেই।

অন্য দিকে জনগণের পক্ষ থেকে আমিরের প্রতি এই আস্থা ও তাকে এই দায়িত্ব অর্পনের কারণে আমির সাধারণ মানুষের প্রতি আরও সদয় হবেন, মানুষের প্রতি তার ভালোবাসা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তার ইখলাসে পূর্ণতা আসবে। তিনি আরও দৃঢ়ভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলবেন। মানুষের মধ্যে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি চুল পরিমাণও ছাড় দেবেন না। আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে কোনো কিছুই তাকে টলাতে পারবে না।

এসব কিছুই জনগণের সাথে আমিরের মহব্বত-ভালোবাসা বৃদ্ধির মাধ্যম। যা তাদের সম্পর্কে আরও দৃঢ় ও মজবুত করে তোলে। তাদের মাঝে দূরত্ব কমে যায়। পরস্পর মহব্বত, ভালোবাসা, ইকরাম ও সম্মানবোধ সৃষ্টি হয়। ফলে মুসলিম উম্মাহ হয়ে ওঠে সুদৃঢ় শক্তিশালী, সীসাঢালা মজবুত এক প্রাচীর। কোনো কিছুই তাদের রুখতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

‘আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের বন্ধু। তারা সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎকাজে নিষেধ করে, নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে। এদের ওপরই আল্লাহ দয়া করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।’^{৪১}

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : কাকে বাইআত দেওয়া হবে

আমরা পূর্বেই বলে এসেছি যে বাইআত দিতে হবে মুসলিমদের আমিরকে। আমির নির্ধারণ বা নির্বাচন করবেন আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ। অতঃপর সকল মুসলমান আমিরকে বাইআত দেবে। অনুরূপভাবে আমরা বাইআতের স্বরূপ বর্ণনায় বলেছি, সকল মুসলমানের ওপর কতর্য হলো, যতক্ষণ না আমির তাদের আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণ আমিরের কথা মানার ব্যাপারে অটল থাকবে। কারণ, সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতা হয়, সৃষ্টির এমন কোনো আদেশের আনুগত্য বৈধ নয়। আমিরের দায়িত্ব বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, জনগণের পক্ষ থেকে তাকে এই শর্তের ওপর বাইআত দেওয়া হবে যে, তিনি সকলকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করবেন, তাদের মধ্যে ন্যায্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে সামান্য চুল পরিমাণও ছাড় দেবেন না। সংক্ষেপে বাইআতের মূলনীতি এমনই।

কিন্তু এখন ‘বর্তমান সময়ে কাকে বাইআত দেওয়া হবে?’ এমন একটি প্রশ্ন আসতে পারে। কারণ, বর্তমান সময়ে ইসলাম বাস্তবতার ময়দান থেকে অনেক দূরে। কোনো ক্ষেত্রেই ইসলামের বাস্তবায়ন নেই। ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছুটা থাকলেও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তো একেবারেই নেই। বর্তমানে প্রায় সকল স্থানে সকল দেশেই রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে কুফরি আইন-কানুনের মাধ্যমে। চাই সেটা সমাজতন্ত্র হোক বা গণতন্ত্র হোক অথবা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো শাসনব্যবস্থা হোক। এ সব ব্যবস্থাই তো স্পষ্ট কুফরি। তাহলে বর্তমানে কাকে আমরা বাইআত দেবো?

বর্তমানে প্রতিটি মুসলমানের কাঁধে অর্পিত একটি দায়িত্ব হলো, নতুন করে ইসলামি জীবনধারা ফিরিয়ে আনা। জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের কাজে আত্মনিয়োগ করা। এ দায়িত্ব তো সাধারণ কোনো দায়িত্ব নয়-ই; বরং সকল মুসলিমের ওপর এটি একটি ফরজ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে শিথিলতা করা, কিংবা দায়িত্ব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে রাখার কোনো সুযোগই নেই। তাই সকল সাধারণ মুসলিমের অবশ্য কর্তব্য হলো, বর্তমানে যে বা যারা কুফর ও কুফরি শক্তিকে

৪১. সূরা আত-তাওবা : ৭১

প্রতিহত করে জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে, তাদের বাইআত দেওয়া। এ মহান কাজে তাদের শক্তিশালী করা এবং তাদের সহযোগিতা করা। যাতে করে আবার নতুন করে বিশ্বে ইসলাম ও ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ে; জমিনে আল্লাহর বিধান কায়েম হয়, ফিরে আসে সোনালি অতীত, কায়েম হয় ইনসাফ ও ন্যায়বিচার।

ইসলামে বর্ণিত বিধানে সে ইমাম ও অনুসারীর কথা বলা হচ্ছে, যারা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হওয়ার জন্য মানুষকে আহ্বান করে, যারা নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যায়, বিরোধিতাকারীরা যাদের একটি চুলও বাঁকা করতে পারে না। শত্রুরা যতই ষড়যন্ত্র, কটকৌশল করুক না কেন, তারা আল্লাহর আদেশের ওপর অটল থাকে। এ অবস্থায় হয়তো শরিয়ত প্রতিষ্ঠা হবে অথবা তারা আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণ করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ ۖ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ

‘আপনি বলুন, তোমরা তো তোমাদের জন্য দুটি কল্যাণের একটি প্রত্যাশা করো? আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্য যে, আল্লাহ তোমাদের আজাব দান করুন নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হাতে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা করো, আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমাণ।’^{৪২}

মোটকথা, এখন সর্বসম্মত আমির না থাকলেও এ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য যারা প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করে যাচ্ছে, তারাই এ বাইআতের হকদার। তাদের হাতে বাইআত হয়ে আল্লাহর জমিনে শরিয়ত ও দীন প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। তাই এখন সবাই যদি নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাগুতি বাহিনী মুসলমানদের ইমান, আমল, ইজ্জত, সম্পদ সবকিছু বিনষ্ট করে দেবে। তাদেরকে পৃথিবীর কোথায়ও শান্তিতে থাকতে দেবে না। এদের এসব চক্রান্ত নস্যাৎ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর রাহে জিহাদে নিয়োজিত মুজাহিদদেরই আছে। আর তাই বর্তমান সময়ে মুজাহিদদের মধ্যে হকপন্থী ও সবচেয়ে শক্তিশালী দলের নিকট বাইআত গ্রহণ করে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার কাজে আমাদের সবাইকে নিয়োজিত হতে হবে।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বাইআত শব্দের সংজ্ঞা দাও।
২. বাইআত-সম্পর্কিত উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত হাদিসটি বর্ণনা করো।
৩. মহিলাদের থেকে বাইআত গ্রহণ সম্পর্কিত হাদিসটি বর্ণনা করো।
৪. বাইআত গ্রহণকারী তথা আমির বা খলিফা কোন শর্তের ওপর বাইআত গ্রহণ করবেন?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বাইআত সম্পর্কে ইবনে খালদুন রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করো।
২. বাইআতের শরয়ি ভিত্তি কী? কুরআন ও হাদিসের আলোকে দালিলিক আলোচনা করো।
৩. ইসলামি শরিয়তে বাইআতের গুরুত্ব বর্ণনা করো।
৪. বর্তমান সময়ে কাকে বাইআত দেওয়া হবে?
৫. বাইআতে রিজওয়ান সম্পর্কে আলোকপাত করো।

তৃতীয় অধ্যায় : আনুগত্য ও মান্যতা

আনুগত্য এমন একটি স্তম্ভ, যার ওপর পুরো মুসলিম জাতির শৃঙ্খলা ও সফলতা নির্ভর করে। মুসলিম জনগণ আমিরের পূর্ণ অনুগত না হলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরিয়ি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না, শরিয়তের ওপর পরিপূর্ণভাবে আমল করাও সম্ভব হবে না। আনুগত্য না থাকলে মূলত একটি দেশ ও জাতির ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য ইসলামে আনুগত্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। আনুগত্য করা ছাড়া মুসলিমদের বিকল্প কোনো পথ নেই।

আমিরের আনুগত্য বিষয়ক আলোচনাটিকে আমরা আমরা কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে করতে পারি। যাতে সব বিষয় আলাদা আলাদাভাবে বুঝা সম্ভব হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ : আমিরের আনুগত্যের বিধান

মুসলিমদের আমির হলো শরিয়ি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। ইসলামের হুকুম-আহকাম বাস্তবায়নে আমির কোনো ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন করবেন না; বরং তিনি অনমনীয় হয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে যাবেন। আমির আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজের মনের চাহিদামতো অথবা আল্লাহর আইনের বিপরীত অন্য কোনো আইন দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন না; বরং আল্লাহর বিধান অনুযায়ীই শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

এ কারণেই মুসলিম জনগণের ওপর তাদের আমিরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। তার অবাধ্য হওয়া বা বিদ্রোহ করা জাযিজ নেই। মানুষ যদি তাদের আমিরের আনুগত্য না করে অবাধ্য হয়ে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তাহলে সে আল্লাহর শরিয়ত থেকে বের হয়ে গেল; বরং প্রকৃত অর্থে সে তো শরিয়তের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করল।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

‘যে ব্যক্তি (আমিরের) আনুগত্য ছেড়ে দিল এবং দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করল।’^{৪৩}

ব্যক্তি-আমিরের আনুগত্য কিংবা তার সম্ভ্রষ্ট অর্জন করা মূল লক্ষ্য নয়; বরং তার আনুগত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, শরিয়তের হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করা। কারণ, আমির ব্যতীত শরিয়ি বিধিবিধান বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। আমিরই জনগণকে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করবে আর জনগণ তা মেনে চলবে। সুতরাং আমিরের অবাধ্য হওয়া মানে শরিয়তেরই অবাধ্য হওয়া এবং তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মানে শরিয়তের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করা।

মুসলিম শাসকের আনুগত্য করা ওয়াজিব, এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আদেশ করে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

‘হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বশীল (আমির ও বিচারক) আছে, তাদেরও।’^{৪৪}

এখানে مِنْكُمْ তথা ‘তোমাদের মধ্যে থেকে’ বলে এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, মুসলমানদের আমির হতে হবে তাদের মধ্যে থেকেই মুসলমান, ইসলামের আকিদায় বিশ্বাসী, শরিয়তের বিধিবিধানসমূহ পালনকারী। যে ব্যক্তি মুসলমান নয় বা ইসলামের আকিদায় বিশ্বাসী নয় কিংবা শরিয়তের বিধিবিধান পালনকারী নয়, সে কখনো মুসলমানদের শাসক বা বিচারক হতে পারে না। মুসলমানদের আমির বা বিচারক হওয়ার কোনো অধিকারও তার নেই।

শরিয়ত অনুযায়ী বিচারের জন্য মূলনীতি গ্রহণের উৎস দুটি। এক : কুরআনে কারিম। দুই : হাদিসে রাসুল। সুতরাং যেকোনো সমস্যা-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হোক অথবা তাদের মধ্যে কোনো ধরনের মতানৈক্য দেখা দিক না কেন, তাদের সে সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী করতে হবে।

৪৩. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৭৭, হা. নং ১৮৪৮ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্য, বৈরুত)

৪৪. সূরা আন-নিসা : ৫৯

আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

‘অতঃপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ো, তাহলে তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি প্রত্যর্পণ করো, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম।’^{৪৫}

মুসলিম জনগণের ওপর তাদের আমিরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। তারা তাদের আমিরের আনুগত্য করলে তাদের থেকে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি দূর হয়ে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা ফিরে আসবে।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

‘প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আমিরের আদেশ শোনা ও মান্য করা ওয়াজিব; চাই সেটা পছন্দের হোক বা অপছন্দের হোক। তবে গুনাহের কাজের আদেশ করলে ভিন্ন কথা। সুতরাং যখন কোনো গুনাহের কাজের আদেশ করা হবে, তখন আর তার কথা শোনা ও মানা যাবে না।’^{৪৬}

ইসলামে আমিরের আনুগত্য করার গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ, আমিরের আনুগত্য করা মানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করা। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আনুগত্য করার অর্থ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করা।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

‘যে আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যে আমার অবাধ্য হলো, সে আল্লাহর অবাধ্য হলো। যে আমিরের আনুগত্য করল, সে আমার আনুগত্য করল। আর যে আমিরের অবাধ্য হলো, সে আমার অবাধ্য হলো।’^{৪৭}

ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়—সর্বাবস্থায় আমিরের আনুগত্য করতে হবে। যদি এ ক্ষেত্রে আনুগত্যকারী কোনো ব্যক্তিগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়; তবুও তার জন্য আমিরের আদেশ অমান্য করার সুযোগ নেই।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ

‘তোমার সচ্ছলতায়-অসচ্ছলতায়, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এবং তোমার ওপর কাউকে প্রাধান্য দেওয়া হলেও তোমার জন্য আমিরের কথা শোনা ও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব।’^{৪৮}

আমির যদি আল্লাহর আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে এবং পরিপূর্ণভাবে ইসলামের বিধান মেনে চলে, তাহলে তার আনুগত্য করা আবশ্যিক; চাই তার বাহ্যিক আকার-আকৃতি যতই কুৎসিত হোক না কেন।

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنْ اسْتُعِيلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيَّةٌ

‘তোমরা আমিরের কথা শোনো ও মানো; যদিও তোমাদের ওপর কিশমিশের ন্যায় মাথাবিশিষ্ট নিগ্রো কোনো দাসকে আমির নিযুক্ত করা হয়।’^{৪৯}

৪৫. সূরা আন-নিসা : ৫৯

৪৬. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৬৯, হা. নং ১৮৩৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্য, বৈরুত)

৪৭. সহিহুল বুখারি : ৪/৫০, হা. নং ২৯৫৭ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৪৮. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৬৭, হা. নং ১৮৩৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্য, বৈরুত)

৪৯. সহিহুল বুখারি : ৯/৬২, হা. নং ৭১৪২ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

আমিরের আনুগত্য করতে হবে বিনয় ও আগ্রহ নিয়ে, মহব্বত ও ইকরামের সাথে। কোনোভাবেই আমিরকে অসম্মান করা যাবে না। তাকে কোনো প্রকার কষ্ট দেওয়া চলবে না। পাপিষ্ঠ লোকেরাই ন্যায়পরায়ণ আমিরের অবাধ্য হতে পারে।

আবু বাকরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি :

وَمَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الدُّنْيَا، أَهَانَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর খলিফাকে অপদস্থ করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামত দিবসে লাঞ্ছিত করবেন।’^{৫০}

এ থেকে প্রমাণ হলো যে, সর্বাবস্থায় আমিরের আনুগত্য করে চলা প্রতিটি মুসলিমের জন্য আবশ্যিক। তবে হ্যাঁ, কোনো গুনাহ বা সীমালঙ্ঘনমূলক কাজের আদেশ করলে তা মানা থেকে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু এর কারণে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা যাবে না। এর কারণ হলো, ইসলামের ঐক্য ও শৃঙ্খলার গুরুত্ব অনেক বেশি। এজন্য ক্ষুদ্র বিষয়কে অগ্রাহ্য করে দ্বীনের বৃহৎ স্বার্থকে সামনে রাখা হয়েছে। যেহেতু আমিরের ব্যক্তিগত কোনো ভুল-ত্রুটি বা পরিচালনার ক্ষেত্রে কমবেশ কিছু সীমালঙ্ঘন ক্ষতির কারণ হলেও আমিরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে পুরো দেশ ও জাতির মধ্যে অনৈক্যের বীজ রোপন করা আরও বেশি ভয়াবহ। এতে কুফরি ও তাগুতি শক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। আর এর কারণে পুরো মুসলিম জাহান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই আমিরের থেকে কুফরি প্রকাশ না পেলে তার বিরুদ্ধে হাত তোলার অনুমতি নেই। তবে, আমির যদি প্রকাশ্য কুফরিতে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে জোর করে তার পদ থেকে নামিয়ে দিতে হবে আর না নামলে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। কেননা, এক্ষেত্রে তাকে স্বপদে বহাল রাখার দ্বারা মুসলিমদের কোনো লাভ নেই; বরং পুরোই ক্ষতি আর ক্ষতি।

যেমন উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ : إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

‘আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বাইআত দিলাম এ কথার ওপর যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিলেও আমরা তাঁর কথা মানব ও আনুগত্য করব। আমরা শাসক বা আমিরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব না। তিনি বলেন, তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা তার মধ্যে স্পষ্ট কুফরি দেখতে পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল আছে, তাহলে ভিন্ন কথা।’^{৫১}

৫০. মুসনাদু আহমাদ : ৩৪/৭৯, হা. নং ২০৪৩৩ (মুআসাসাসাতুর রিসালা, বৈরুত) - হাদিসটি হাসান।

৫১. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৭০, হা. নং ১৭০৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়া, বৈরুত)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আনুগত্যের সীমা

কারও আদেশ পালনের ক্ষেত্রে শক্তি ও সামর্থ্যের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থাকবে। শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে আনুগত্যের আদেশ নেই। কারণ, সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু অর্জিত হয় না। ইসলামও কাউকে শক্তি ও সামর্থ্যের বাইরে কোনো কিছু চাপিয়ে দেয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

‘আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না।’^{৫২}

তাই সাধের অতিরিক্ত কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়ার মানে ব্যক্তিকে বিপদের মধ্যে ফেলা। এমনটি ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ, এতে ব্যক্তি যখন তা আদায়ে সক্ষম হবে না, তখন তার মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভ সৃষ্টি হবে। আর এতে তার মধ্যে আমিরকে মানার যে প্রবণতা ছিল, তা নষ্ট হয়ে যাবে।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ

‘আমরা যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট শ্রবণ ও আনুগত্যের বাইআত দিতাম, তখন তিনি বলতেন, “তোমাদের সামর্থ্যানুসারে মান্য করো।”’^{৫৩}

অনুরূপ আমিরের আদেশ মানার ক্ষেত্রে আরেকটি শর্ত হলো, আমিরের আদেশটি বৈধতার সীমার মধ্যে থাকতে হবে। সুতরাং আমির যদি অবৈধ কোনো কাজের আদেশ করে বা সে কুফরে লিপ্ত হয়, তখন আর তার কথা মানার অবকাশ নেই। কুফরে লিপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত নীরব থেকে তার সে অবৈধ আদেশ পরিহার করে চলবে। আর কুফরিতে লিপ্ত হলে তাকে তার অবস্থান থেকে নামতে বাধ্য করবে। এ সংক্রান্ত হাদিসগুলো কিছু পূর্বেই গত হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আমিরের ভুল হলে করণীয়

আমিরের ভুল হলে মুসলমানদের কর্তব্য হলো, উত্তম নসিহতের মাধ্যমে এবং সুন্দর ও হিকমতপূর্ণ ভাষায় তাকে সতর্ক করা। তাকে তার ভুলত্রুটি থেকে ফিরিয়ে সৎ পথে আনার চেষ্টা অব্যাহত রাখা। হয়তো এক সময় আমির তার ভুল বুঝতে পারবে এবং সঠিক পথে ফিরে আসবে। কেননা, আমিরের আনুগত্য নিঃশর্ত নয়; বরং তা শরিয়তের বিধান পালনের সাথে শর্তযুক্ত। অর্থাৎ শাসক যখন আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ করবে, তখন আর তার আনুগত্য করা যাবে না।

ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

‘প্রত্যেক মুসলিমের ওপর আমিরের আদেশ শোনা ও মান্য করা ওয়াজিব; চাই সেটা পছন্দের হোক বা অপছন্দের হোক। তবে গুনাহের আদেশ করলে ভিন্ন কথা। সুতরাং যখন কোনো গুনাহের কাজের আদেশ করা হবে, তখন আর তার কথা শোনা যাবে না, তার আদেশ মানা যাবে না।’^{৫৪}

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

৫২. সূরা আল-বাকারা : ২৮৬

৫৩. সহিহুল বুখারি : ৯/৭৭, হা. নং ৭২০২ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৫৪. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৬৯, হা. নং ১৮৩৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়া, বৈরুত)

‘যে ব্যক্তি তার আমিরের কোনো কিছুতে অসন্তুষ্ট হয়, সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কারণ, যে ব্যক্তি শাসকের আনুগত্য থেকে এক বিঘত পরিমাণও বের হয়ে গেল, সে জাহিলি মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করল।’^{৫৫}

ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِرًّا، فَمَاتَ، فَمِيتَةً جَاهِلِيَّةً

‘কেউ যদি তার আমিরের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু দেখে, তাহলে সে যেন ধৈর্যধারণ করে। কারণ, যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে মৃত্যুবরণ করল, তবে সে জাহিলি মৃত্যুর মতো মৃত্যুবরণ করল।’^{৫৬}

উবাদা বিন সামিত রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُتَارِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، قَالَ : إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

‘আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বাইআত দিলাম এর ওপর যে, আমরা আমাদের সুখে-দুঃখে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, আমাদের ওপর কাউকে প্রাধান্য দিলেও আমরা তাঁর কথা মানব ও আনুগত্য করব। আমরা শাসক বা আমিরের সাথে বিবাদে লিপ্ত হব না। তিনি বলেন, তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা তার মধ্যে স্পষ্ট কুফরি দেখতে পাও, যে ব্যাপারে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে দলিল আছে, তাহলে ভিন্ন কথা।’^{৫৭}

আমিরের মধ্যে যদি ব্যক্তিগত কিছু দুর্বলতা দেখা দেয়, তিনি যদি নিজ স্বার্থে ন্যায়পরায়ণতা থেকে কিছুটা দূরে সরে যান, নিজ স্বার্থ রক্ষার জন্য কারও প্রতি সামান্য জুলুমও করে ফেলেন, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে শরিয়তের অনুসরণ করেন, ইসলামের প্রতিটি বিধান মেনে চলেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না। কারণ, সামান্য ও তুচ্ছ কিছু ভুলের কারণে শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে জমিনে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। এতে করে দেশে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি হবে।

ওয়েল হাজরামি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ : اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

‘সালামা বিন ইয়াজিদ রা. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর নবি, আপনার কী অভিমত? যদি আমাদের ওপর এমন শাসক আসে, যারা আমাদের থেকে তো নিজেদের হক পরিপূর্ণ বুঝে নেয়, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের হক ঠিকমতো দেয় না। তখন আপনি আমাদের কী আদেশ করেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এড়িয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তাদের কথা শোনো এবং তাদের আনুগত্য করো। কারণ, তারা যা বহন করে, তার দায়িত্ব তাদের আর তোমরা যা কিছু বহন করবে, তার দায়িত্ব তোমাদের।’^{৫৮}

সুতরাং কোনো শাসক যখন ইসলামি রীতিনীতি ছেড়ে দেবে এবং শরিয় বিধানের বিপরীতে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদী শাসনব্যবস্থার মতো কুফরের বিধান গ্রহণ করবে, তখন পূর্ণরূপে সে শাসকের আনুগত্য বর্জিত হবে। কারণ, ইসলামের বিপরীতে এ প্রত্যেকটিই এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও কুফরে বাওয়াহ তথা স্পষ্ট কুফরি। সুতরাং কোনো শাসক ইসলামি শরিয়তের বিপরীত—এর কোনো একটা গ্রহণ করলে সাধারণ মুসলমানদের আর চুপ করে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। বরং সকলে মিলে একসাথে ওই মুরতাদ শাসকের বিরুদ্ধে কঠিন ও কার্যকর পদক্ষেপ নিয়ে বিদ্রোহ গড়ে তুলতে হবে। তাকে ও তার কুফরি বিধানকে হটিয়ে ইসলামি বিধান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৫৫. সহিহুল বুখারি : ৯/৪৭, হা. নং ৭০৫৩ (দারু তাওকিন নাজাত, বৈরুত)

৫৬. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৭৭, হা. নং ১৮৪৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্য, বৈরুত)

৫৭. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৭০, হা. নং ১৭০৯ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্য, বৈরুত)

৫৮. সহিহ মুসলিম : ৩/১৪৭৪, হা. নং ১৮৪৬ (দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবিয়্য, বৈরুত)

অনুশীলনী

১. ক. আমিরের আনুগত্য করার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?
খ. আমিরের আনুগত্যের বিধান কী? দলিল-সহ ব্যাখ্যা করো।
২. ক. আনুগত্য ও মান্যতার ব্যাপারে বর্ণিত কতিপয় নস উল্লেখ করো।
খ. কখন একজন আমির আনুগত্যের অযোগ্য হয়ে পড়ে? আনুগত্যের সীমা আলোচনা করো।
৩. আমিরের ভুল হলে করণীয় কী?
৪. বর্তমান শাসকশ্রেণি কি আনুগত্য পাওয়ার হকদার? তাদের প্রতি মুসলিমদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত।
৫. যারা আনুগত্য-বিষয়ক আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করে বর্তমান শাসকশ্রেণির আদেশ মান্য করতে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের বক্তব্যকে তুমি কীভাবে খণ্ডন করবে?